তারিখ: ০৬ নভেম্বর ২০২৪ ইং

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ প্যাকেজ ২০২৫ (১৪৪৬ হি:) ঘোষনা উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

তারিখ ঃ ০৬ নভেম্বর ২০২৪, বুধবার, সকাল ১১:৩০ ঘটিকা

আকরাম খাঁ হল, প্রেসক্লাব, ঢাকা।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আজকের এ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য 'সাধারণ হজ্ব এজেন্সী মালিকদের" পক্ষ থেকে সকল গণমাধ্যমকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ। প্যাকেজ মূল্য ঘোষনাসহ হজ ব্যবস্থাপনায় গৃহীত অন্যান্য পদক্ষেপ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি, বিশেষ করে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গমণেচ্ছু সম্মানিত হজযাত্রীদের অবহিত করার লক্ষ্যে আজকের এ সংবাদ সম্মেলন। আপনাদের বহুল প্রচারিত গণমাধ্যমে প্রচারের উদ্দেশ্যে আপনাদের মাধ্যমে সম্মানিত হজযাত্রী ও বাংলাদেশের সকলকে অবহিত করছি ঃ

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ০৫ জুন ২০২৫ খ্রিঃ/৯ জিলহজ ১৪৪৬ হিজরি পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হবে। এ বৎসর সর্বমোট ১,২৭,১৯৮ জন হজযাত্রী হজব্রত পালন করবেন।

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের জন্য ২টি হজ প্যাকেজ করা হয়েছে। **(১) সাধারণ হজ প্যাকেজ (২) বিশেষ হজ প্যাকেজ।**

বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজযাত্রীদের জন্য কুরবানি ব্যতিত **''সাধারণ হজ প্যাকেজ" মূল্য মোট ৫,২৩,০০০ (পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার) টাকা** এবং ''বিশেষ হজ প্যাকেজ" মূল্য **৬,৯৯,০০০.০০** (ছয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যার বিভাজন নিম্নরূপ ঃ

বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ''সাধারণ হজ প্যাকেজ-২০২৫"(সম্ভাব্য)

ক্রঃ নং	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ	টাকা
১	**(ক)** মক্কার বাড়ী/হোটেল ভাড়া ভ্যাট সহ =৩৩৮২.৫০ সৌ.রি. (অনুর্ধ ৩ কি. মি. দুরের বাড়ি) বাস ভাড়া ৩০০.০০ সৌ.রি. (খ) মদিনার বাড়ী/হোটেল ভাড়া ভ্যাট সহ = ৫৮৭.৫০ সৌ. রি. (অনুর্ধ ১.৫ কি. মি. দুরের বাড়ি)	১৩৮৭৭৫.০০
২	**পরিবহন ব্যয়:** জেদ্দা-মক্কা-মদিনা ও আল-মাশায়ের (মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফা) প্রদেয় ব্যয় (১৫% ভ্যাটসহ) ১২৯৮.৯০ সৌ.রি.	৪২২১৪.২৫
৩	জমজম পানি (১৫% ভ্যাটসহ) : ২০.০০ সৌ.রি.	৬৫০.০০
৪	**(ক) সার্ভিস চার্জ (১৫% ভ্যাটসহ):** পবিত্র হজের ৫ দিন মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (তাঁবুতে আবাসন, খাবার ইত্যাদি) বাবদ সার্ভিস চার্জ **(মিনার তাঁবুর 'ডি' ক্যাটাগরি অনুসারে)** ২৬০৯.৯৩ সৌ.রি.	৮৪৮২২.৭৫
	(খ) অন্যান্য চার্জ: (i) ভিসা ফি : ৩০০ সৌ.রি. (ii) স্বাস্থ্য বীমা বাবদ সৌদি সরকারকে প্রদেয় ফি: ২১.৮৫ সৌ.রি. (iii) ইলেক্ট্রনিক্স সার্ভিস ফি: ৫৯.৮০ সৌ.রি. (iv) গ্রাউন্ড সার্ভিস ফি: ২৪৩.০০ সৌ.রি. (v) ক্যাম্প ফি: ৩০০.০০ সৌ.রি.	৩০০৫১.১৩
৫	জেদ্দা/মদিনা বিমানবন্দর হতে মক্কা/মদিনা হোটেলে লাগেজ পরিবহন (মক্কা রোড সার্ভিস) ব্যয় (১৫% ভ্যাটসহ):	৬৫০.০০
৬	মক্কা/মদিনা হটোল হতে বিমানবন্দর পর্যন্ত লাগেজ পরিবহন ব্যায়	৬৫০.০০
৭	জিয়ারাহ মক্কা মদিনা	৫২০০.০০
৮	খাওয়া খরচ	৩৫০০০.০০
	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের উপমোট	**৩৩৮০১৩.১৩**

চলমান পাতা-২

	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহঃ	
১	বিমান ভাড়া: বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ (Dedicated Hajj Flight)	১৬৭৮২০.০০
২	**অন্যান্য খরচঃ** আইডি কার্ড, ল্যাগেজ ট্যাগ ও আইটি সার্ভিস ইত্যাদি	৮০০.০০
৩	হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড):	২০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ ফি	৪০০.০০
৫	হজ গাইড বাবদ প্রদেয়	১১১৩০.০০
৬	এজেন্সীর সার্ভিস চার্জ	৫০০০.০০
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের উপমোট	**১৮৫৩৫০.০০**
	বাংলাদেশ ও সৌদি পর্বের সর্বমোট ব্যয়	**৫২৩৩৬৩.১৩ বা ৫২৩০০০.০০**
	সর্বমোট কথায় ঃ পাঁচ লক্ষ তেইশ হাজার টাকা	

নোটঃ

(ক) সৌদি রিয়ালের বিনিময় হার ৩২.৫০ টাকা হিসাবে ধরা হয়েছে।

বেসরকারি মাধ্যমের সাধারণ প্যাকেজের হজযাত্রীদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ও করণীয়সমূহঃ

(ক) সুযোগ-সুবিধাঃ

(১) হজ ভিসা এবং সৌদি আরবে যাওয়া-আসার বিমান টিকেট সরবরাহ (২) মক্কা আল-মোকাররমায় পবিত্র মসজিদুল হারাম এর বাহিরের চত্বর হতে সর্বোচ্চ ৩০০০ মিটার এবং মদিনা আল মনোয়ারায় পবিত্র মসজিদে নববী থেকে সর্বোচ্চ ১৫০০ মিটারের মধ্যে মারকাজিয়া এরিয়ার বাহিরে (৩) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হোটেল/বাড়ি (৪) প্রতি রুমে সর্বোচ্চ ৬ জনের আবাসন (৫) মিনার তাঁবুতে ম্যাট্রেস, চাদর, কম্বল ও বালিশ এর ব্যবস্থা (৬) আরাফায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবুর ব্যবস্থা (৭) মিনা এবং আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার পরিবেশন (৮) মক্কা-মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফা যাতায়াতের জন্য বাসের ব্যবস্থা (৯) হজযাত্রী ও গাইডদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান (১০) হজ ও ওমরাহ নির্দেশিকা, আইডি কার্ড, লাগেজ ট্যাগ সরবরাহ (১১) দেশে ফেরার পর বিমানবন্দর থেকে হজযাত্রীকে ৫ লিটার জমজম পানি সরবরাহ (১২) কম-বেশি ৪৬ জন হজযাত্রীর জন্য ১ জন গাইড থাকবে (১৩) এজেন্সীর সাথে আলোচনা করে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে রুম আপগ্রেডেশন করা যাবে।

(খ) করণীয়সমূহঃ

(১) হজযাত্রীকে কুরবানি বাবদ আনুমানিক ৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) সৌদি রিয়াল সঙ্গে নিতে হবে এবং কুরবানি নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করতে হবে (২) সৌদি আরবে সর্বনিম্ন ৩০ দিন সর্বোচ্চ ৪৮ দিন অবস্থান (৩) মদিনায় ৫ হতে ৮ দিন অবস্থান (৪) মুজদালিফায় নিজ ব্যবস্থাপনায় অবস্থান (৫) নিয়মিত সেবন করতে হয় এরূপ ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী (ব্লাড সুগার টেষ্টের ষ্ট্রিপ, নিডিল, ইনসুলিন, ডায়াবেটিক ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনের ঔষধ) চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রসহ কমপক্ষে ৫০ দিনের সঙ্গে নিতে হবে (৬) হজ ক্যাম্প ঢাকায় ফ্লাইটের বোর্ডিং পাস ইস্যু, সিকিউরিটি চেক-ইন এবং বাংলাদেশ অংশের ইমগ্রেশন (৭) হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় মক্কা রোড সার্ভিস এর অধীনে হজযাত্রীদের সৌদি আরবের প্রি-এরাইভ্যাল ইমিগ্রেশন (৮) সৌদি আরবে হুইল চেয়ার ব্যবহারের প্রয়োজন হলে নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে হবে (৯) হজক্যাম্প ক্যাফেটেরিয়াতে নিজ খরচে খাবার ব্যবস্থা (১০) নিবন্ধনের পূর্বে নিবন্ধন ভাউচারের অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্তাবলীতে সম্মত হলে নিবন্ধনের অর্থ জমা প্রদান করবেন (১১) এজেন্সীর ব্যাংক একাউন্ট বা সরাসরি এজেন্সীকে টাকা প্রদান করে মানি রশিদ সংরক্ষন করবেন।

চলমান পাতা-৩

বেসরকারি ব্যবস্থাপনার ''বিশেষ হজ প্যাকেজ-২০২৫"

ক্রঃ নং	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহ	টাকা
১	**(ক)** মক্কার বাড়ী/হোটেল ভাড়া ভ্যাট সহ =৭৫০০ সৌ.রি. (খ) মদিনার বাড়ী/হোটেল ভাড়া ভ্যাট সহ = ১৬২০ সৌ. রি.	২৯৬৪০০.০০
২	**পরিবহন ব্যয়:** জেদ্দা-মক্কা-মদিনা ও আল-মাশায়ের (মক্কা-মিনা-আরাফা-মুজদালিফা) প্রদেয় ব্যয় (১৫% ভ্যাটসহ) ১২৯৮.৯০ সৌ.রি.	৪২২১৪.২৫
৩	জমজম পানি (১৫% ভ্যাটসহ) : ২০.০০ সৌ.রি.	৬৫০.০০
৪	**(ক) সার্ভিস চার্জ (১৫% ভ্যাটসহ):** পবিত্র হজের ৫ দিন মিনা, আরাফা ও মুজদালিফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক প্রদত্ত সেবা (তাঁবুতে আবাসন, খাবার ইত্যাদি) বাবদ সার্ভিস চার্জ **(মিনার তাঁবুর 'ডি' ক্যাটাগরি অনুসারে)** ২৬০৯.৯৩ সৌ.রি.	৮৪৮২২.৭৫
	(খ) অন্যান্য চার্জঃ (i) ভিসা ফি : ৩০০ সৌ.রি. (ii) স্বাস্থ্য বীমা বাবদ সৌদি সরকারকে প্রদেয় ফি: ২১.৮৫ সৌ.রি. (iii) ইলেক্ট্রনিক্স সার্ভিস ফি: ৫৯.৮০ সৌ.রি. (iv) গ্রাউন্ড সার্ভিস ফি: ২৪৩.০০ সৌ.রি. (v) ক্যাম্প ফি: ৩০০.০০ সৌ.রি.	৩০০৫১.১৩
৫	জেদ্দা/মদিনা বিমানবন্দর হতে মক্কা/মদিনা হোটেলে লাগেজ পরিবহন (মক্কা রোড সার্ভিস) ব্যয় (১৫% ভ্যাটসহ):	৬৫০.০০
৬	মক্কা/মদিনা হটোল হতে বিমানবন্দর পর্যন্ত লাগেজ পরিবহন ব্যায়	৬৫০.০০
৭	জিয়ারাহ মক্কা মদিনা	৯২০০.০০
৮	খাওয়া খরচ	৪০০০০.০০
	সৌদি আরব পর্বের ব্যয়ের উপমোট	**৫০৪৬৩৮.১৩**
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের খাতসমূহঃ	
১	বিমান ভাড়া: বাংলাদেশ-সৌদি আরব-বাংলাদেশ (Dedicated Hajj Flight)	১৬৭৮২০.০০
২	**অন্যান্য খরচঃ** আইডি কার্ড, ল্যাগেজ ট্যাগ ও আইটি সার্ভিস ইত্যাদি	৮০০.০০
৩	হজযাত্রীদের কল্যাণ তহবিল (আপৎকালীন ফান্ড):	২০০.০০
৪	প্রশিক্ষণ ফি	৪০০.০০
৫	হজ গাইড বাবদ প্রদেয়	১৫৫৪০.০০
৬	এজেন্সীর সার্ভিস চার্জ	১০০০০.০০
	বাংলাদেশ পর্বের ব্যয়ের উপমোট	**১৯৪৭৬০.০০**
	বাংলাদেশ ও সৌদি পর্বের সর্বমোট ব্যয়	**৬৯৯৩৯৮.১৩ বা ৬৯৯০০০.০০**
	সর্বমোট কথায় ঃ ছয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার টাকা	

নোট : সৌদি রিয়ালের বিনিময় হার ৩২.৫০ টাকা হিসাবে ধরা হয়েছে।

বেসরকারি মাধ্যমের ''বিশেষ প্যাকেজের" হজযাত্রীদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা ও করণীয়সমূহ:

(ক) সুযোগ-সুবিধাঃ

(১) হজ ভিসা এবং সৌদি আরবে যাওয়া-আসার বিমান টিকেট সরবরাহ (২) মক্কা আল-মোকাররমায় পবিত্র মসজিদুল হারাম এর বাহিরের চত্তর হতে সর্বোচ্চ ১০০০ (এক হাজার) মিটার এবং মদিনা আল মনোয়ারায় মারকাজিয়া এরিয়ার মধ্যে আবাসনের ব্যবস্থা (৩) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হোটেল/বাড়ি (৪) প্রতি রুমে সর্বোচ্চ ৬ জনের আবাসন

চলমান পাতা-৪

(৫) মিনার তাঁবুতে ম্যাট্রেস, চাদর, কম্বল ও বালিশ এর ব্যবস্থা (৬) আরাফায় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত তাঁবুর ব্যবস্থা (৭) মিনা এবং আরাফায় মোয়াল্লেম কর্তৃক খাবার পরিবেশন (৮) মক্কা-মিনা-আরাফাহ-মুজদালিফা যাতায়াতের জন্য বাসের ব্যবস্থা (৯) হজযাত্রী ও গাইডদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান (১০) হজ ও ওমরাহ নির্দেশিকা, আইডি কার্ড, লাগেজ ট্যাগ সরবরাহ (১১) দেশে ফেরার পর বিমানবন্দর থেকে হজযাত্রীকে ৫ লিটার জমজম পানি সরবরাহ (১২) কম-বেশি ৪৬ জন হজযাত্রীর জন্য ১ জন গাইড থাকবে। (১৩) এজেন্সীর সাথে আলোচনা করে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করে রুম আপগ্রেশন করা যাবে।

(খ) করণীয়সমূহঃ

(১) হজযাত্রীকে কুরবানি বাবদ আনুমানিক ৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) সৌদি রিয়াল সঙ্গে নিতে হবে এবং কুরবানি নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করতে হবে (২) সৌদি আরবে সর্বনিম্ন ৩০ দিন সর্বোচ্চ ৪৮ দিন অবস্থান (৩) মদিনায় ৫ হতে ৮ দিন অবস্থান (৪) মুজদালিফায় নিজ ব্যবস্থাপনায় অবস্থান (৫) নিয়মিত সেবন করতে হয় এরূপ ঔষধ ও চিকিৎসা সামগ্রী (ব্লাড সুগার টেষ্টের ষ্ট্রিপ, নিডিল, ইনসুলিন, ডায়াবেটিক ও উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনের ঔষধ) চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রসহ কমপক্ষে ৫০ দিনের সঙ্গে নিতে হবে (৬) হজ ক্যাম্প ঢাকায় ফ্লাইটের বোর্ডিং পাস ইস্যু, সিকিউরিটি চেক-ইন এবং বাংলাদেশ অংশের ইমগ্রেশন (৭) হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকায় মক্কা রোড সার্ভিস এর অধীনে হজযাত্রীদের সৌদি আরবের প্রি-এরাইভ্যাল ইমিগ্রেশন (৮) সৌদি আরবে হুইল চেয়ার ব্যবহারের প্রয়োজন হলে নিজ উদ্যোগে সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে হবে (৯) হজক্যাম্প ক্যাফেটেরিয়াতে নিজ খরচে খাবার ব্যবস্থা (১০) নিবন্ধনের পূর্বে নিবন্ধন ভাউচারের অপর পৃষ্ঠায় বর্ণিত শর্তাবলীতে সম্মত হলে নিবন্ধনের অর্থ জমা প্রদান করবেন। (১১) এজেন্সীর ব্যাংক একাউন্ট বা সরাসরি এজেন্সীকে টাকা প্রদান করে মানি রশিদ সংরক্ষন করবেন।

(১) কোন এয়ারলাইন্স এ বছর Dedicated ফ্লাইট ব্যতিত সিডিউল ফ্লাইটে কোন হজযাত্রী বহন করতে পারবে না।

(২) প্যাকেজ ঘোষণার পর রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক কোন খাতে খরচ বৃদ্ধি করা হলে তা প্যাকেজ মুল্য হিসেবে গণ্য হবে এবং হজযাত্রীকে পরিশোধ করতে হবে।

(৩) বেসরকারি হজযাত্রীদের নিবন্ধন চলমান।

(৪) **হজ প্যাকেজের অর্থ পরিশোধঃ** বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রত্যেক হজযাত্রী নূন্যতম ৩,০০,০০০/= (তিন লক্ষ) টাকা জমা দিয়ে নিবন্ধিত হতে পারবেন। **হজ প্যাকেজের অবশিষ্ট সমুদয় অর্থ আগামী ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই স্ব স্ব এজেন্সীর ব্যাংক হিসাবে জমা করে অথবা এজেন্সীর অফিসে জমা দিয়ে মানি রিসিট গ্রহণ ও সংরক্ষন করবেন।** কোনক্রমেই মধ্যস্বত্বভোগীদের নিকট কোন প্রকার লেনদেন করবেন না।

(৫) প্রত্যেক হজযাত্রী হজ প্যাকেজের অন্তর্ভূক্ত সুযোগ সুবিধার বিষয়ে অবগত হয়ে এজেন্সির সাথে চুক্তিবদ্ধ হবেন।

(৬) **পাসপোর্টঃ** হজযাত্রীদেরকে নিজ উদ্যোগে পাসপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে। **যার মেয়াদ ১৫ ডিসেম্বর,২০২৫ পর্যন্ত থাকতে হবে।** পাসপোর্ট করার জন্য আবেদন করার সময় হজযাত্রীকে প্রাক-নিবন্ধনে ব্যবহৃত জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/জন্মনিবন্ধনের নম্বর হুবহু লিপিবদ্ধ করতে হবে। সৌদি ভিসা লজমেন্টে জটিলতা দূর করার জন্য পূর্ণাঙ্গ নামে পাসপোর্ট করতে হবে। পাসপোর্টের তথ্য পাতা স্ট্যাপলার পিন দিয়ে গাঁথা যাবে না বা অন্য কোনভাবে ছিদ্র করা যাবে না।

(৭) **হজযাত্রীর বয়সসীমাঃ** এ বছর ৬৫ বা তদুর্ধ বয়সের হজগমণেচ্ছুগণও পবিত্র হজে গমণ করতে পারবেন।

(৮) **কুরবানিঃ** কুরবানি খরচ প্রত্যেক হজযাত্রীকে পৃথকভাবে নিজ দায়িত্বে সঙ্গে নিতে হবে।

(৯) **প্রশিক্ষণঃ** ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২৫ সনের হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ঢাকা শহরসহ বাংলাদেশের সকল জেলা সদরে হজযাত্রীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। হজযাত্রীগণ অনলাইনে প্রশিক্ষণের স্থান নির্বাচন করতে পারবেন।

(১০) **হাজী হারানো প্রসঙ্গেঃ** হজযাত্রীগণকে সৌদি আরবে সবসময় গলায় আইডি কার্ড ঝুলিয়ে রাখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল। তাছাড়া সবসময় দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করা এবং দলছুট না হওয়ার বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

(১১) **সৌদি আরবের অভ্যন্তরে যানবাহন সুবিধাঃ** হজযাত্রীদের সৌদি আরবে পৌঁছার পর জেদ্দা-মক্কা-মদিনা অথবা মদিনা-মক্কা-জেদ্দা ইত্যাদি সকল যানবাহন সেবা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সৌদি সরকারের নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের।

(১২) **মিনা,আরাফা, মুজদালিফাঃ** হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা অর্থাৎ মক্কা থেকে মিনা-আরাফা-মুযদালিফা-মিনা-মক্কা ইত্যাদি সকল যানবাহন নিশ্চিত করা এবং মিনা ও আরাফায় তাবু, খাবারসহ আনুসাঙ্গিক সকল সুবিধা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সৌদি সরকার নিয়োজিত মোয়াচ্ছাসার অধিনস্থ মোয়াল্লেমদের। হজ এজেন্সিগুলো মোয়াল্লেমদের সহিত সমন্বয় করে হজযাত্রীদের এই সেবা নিশ্চিতে কাজ করবে।

চলমান পাতা-৫

(১৩) হজ এজেন্সির একাউন্টে সমুদয় টাকা জমাদান ব্যতিত কোন হজযাত্রী মধ্যস্বত্বভোগী, দালাল কিংবা ফড়িয়াদের হাতে টাকা দিলে সে হজযাত্রী প্রতারিত হতে পারেন। হজযাত্রীগণ মধ্যস্বত্বভোগী, দালালদের সাথে হজে গমণের জন্য কোনরুপ আর্থিক লেনদেন করে প্রতারিত হলে তার জন্য সরকার কিংবা হাব অথবা হজ এজেন্সি দায়ী থাকবে না।

(১৪) হজ এজেন্সীগুলো সাথে আলোচনা সাপেক্ষে রুম সুবিধা সহ অন্যান সেবা নিতে পারবেন।

(১৫) হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে হজে গমণের সময় বাংলাদেশ অংশের ইমিগ্রেশন, ঢাকা আশকোনা হজ ক্যাম্পে এবং রুট-টু-মক্কা সার্ভিসের অধীনে প্রেরিত হজযাত্রীদের সৌদি আরবের প্রি-এরাইভ্যাল ইমিগ্রেশন, ঢাকা হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সম্পন্ন করা হবে। তাছাড়া চট্টগ্রাম ও সিলেট এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি গমণকারী হজযাত্রীগণের ইমিগ্রেশন চট্টগ্রাম ও সিলেট এয়ারপোর্ট থেকে সম্পন্ন করা হবে এবং সৌদি আরব পর্বের ইমিগ্রেশন সৌদি আরবে সম্পন্ন করা হবে।

(১৬) হজের সার্বিক খরচ ছাড়াও প্রত্যেক হজযাত্রী বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিধি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সাথে নিয়ে যেতে পারবেন।

(১৭) প্রত্যেক হজযাত্রীর জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা, মেনিনজাইটিস ও ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিষেধক টিকার সনদ লাগবে।

(১৮) এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী বিমানে ভ্রমনকালে কোন হজযাত্রী সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স কর্তৃক নির্ধারিত ওজনের অধিক লাগেজ/মালামাল বহন করতে পারবেন না। রেজিষ্টার্ড ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রবিহীন ঔষধ সঙ্গে নেয়া যাবে না। হজযাত্রী গাইড বা সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি জর্দা, গুলসহ নেশাজাতীয় দ্রব্য চাল, ডাল, শুটকী, গুড় ইত্যাদিসহ খাদ্যদ্রব্য যেমনঃ রান্না করা খাবার, তরি-তরকারী, ফলমূল, পান, সুপারি ইত্যাদি কোনক্রমেই সৌদি আরবে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

(১৯) হজ ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় হজযাত্রীর যাবতীয় তথ্য সংরক্ষন ও সরবরাহ, নিবন্ধন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এ বিষয়ে ওয়েবসাইট www.hajj.gov.bd / স্ব স্ব এজেন্সীর ওয়েব সাইট হতে হজ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা যাবে।

(২০) প্রত্যেক হজযাত্রী ২৩ কেজি ওজনের ২টি ব্যাগে সর্বোচ্চ ৪৬ কেজি ও হাত ব্যাগে ৭ কেজি মাল বহন করতে পারবেন এবং ৫ লিটার জম জম এর পানি পাবেন। এক্ষেত্রে, হজযাত্রী পরিবহনকারী এয়ারলাইন্সের নিয়মানুযায়ী বাংলাদেশের এয়ারপোর্টে জমজমের পানি পাওয়া যাবে। হজযাত্রীকে তার এয়ারলাইন্স হতে জমজমের পানি কিভাবে প্রদান করা হবে, তা জেনে নেয়ার পরামর্শ দেয়া হলো।

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, হাব এর পক্ষ থেকে বারংবার বিমানভাড়ার যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারনের জন্য আবেদন করা হয়। আমরা প্রত্যাশা করছি মাননীয় উপদেষ্টা, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া কমানোর বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। বিমান ভাড়া কমানো হলে হজ প্যাকেজের মূল্যও কমানো হবে। তাছাড়া হজ সংক্রান্ত সকল সভায় হাব বিমান ভাড়া কমানোর দাবী জোড়ালোভাবে উত্থাপন করে। হাব এর জোড়ালো দাবীর প্রেক্ষিতে ও যৌক্তিক কারণে ২০২৫ সালের হজে বিমান ভাড়া ১৬৭৮২০/- নির্ধারন হলেও আমরা এইটি যৌক্তিক মনে করি না।

এবছর শতভাগ হজযাত্রীদের (সিলেট ও চট্টগ্রাম বাদে) সৌদি অংশের ইমিগ্রেশন বাংলাদেশেই সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ''মক্কা রুট ইনিশিয়েটিভ" এর আওতায় হজযাত্রীদের কল্যাণে প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন বাংলাদেশেই সম্পন্ন করার জন্য Dedicated হজ ফ্লাইট হওয়া বাধ্যতামুলক। হজযাত্রী পরিবহনে Dedicated Ferry ফ্লাইটের হিসাব করেই সর্বোচ্চ মূল্যে বিমান ভাড়া নির্ধারন করা হয়েছে। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে Dedicated Ferry ফ্লাইটের ভাড়া নিলেও এয়ারলাইন্সগুলো শিডিউল ফ্লাইটেও হজযাত্রী পরিবহন করেছে। কিন্তু হজযাত্রীদের প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশন ঢাকায় সম্পন্ন করতে হলে অবশ্যই সকল হজ ফ্লাইট Dedicated হতে হবে। প্রি-এরাইভাল ইমিগ্রেশনের জন্য Dedicated হজ ফ্লাইট থাকা বাধ্যতামুলক। তাই আপনাদের মাধ্যমে আবারো হজ এজেন্সীর পক্ষ থেকে জোরালো দাবী জানাচ্ছি যেহেতু Dedicated Ferry ফ্লাইটের ভাড়া পরিশোধ করা হচ্ছে, তাই হজযাত্রীদের সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন ঢাকায় নিশ্চিত করার জন্য সকল হজ ফ্লাইট Dedicated হতে হবে। কোনভাবেই কোন শিডিউল ফ্লাইটে হজযাত্রী পরিবহন করা যাবে না।

চলমান পাতা-৬

প্রিয় সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

গত জুলাই বিপ্লব এ নিহত সকল শহীদদের প্রতি অকৃত্তিম শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ও তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। আহত সকলের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি। স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র/জনতার ত্যাগ ও অসামান্য ভূমিকার ফসল বর্তমান অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার। আমরা এ সরকারের সফলতা কামনা করছি। বিশেষ করে হজ এর মতো একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে সরকার তথা ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টার সজাগ দৃষ্টি কামনা করছি।

এছাড়াও বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মানীয় সচিব মহোদয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ মতিউল ইসলাম, যুগ্মসচিব জনাব ড. মোঃ মঞ্জুরুল হক সহ ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পাসপোর্ট অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সউদি আরবে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত, মক্কাস্থ কাউন্সেলর হজ এবং জেদ্দাস্থ কনসাল জেনারেল সহ পবিত্র মক্কা-মদিনায় হজ কার্যক্রমে নিযুক্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাবৃন্দকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ কৃতজ্ঞতা বেবিচক এর চেয়ারম্যান ও ঢাকা হযরত শাহ্ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এর নির্বাহী পরিচালক এর প্রতি।

হজযাত্রীদের অকৃতিম সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের জন্য রাজকীয় সৌদি দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত ইসা ইউসুফ ইসা আলদুহাইলান এবং দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা আশাকরি ২০২৫ সালের হজেও সৌদি দূতাবাসের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

হজ্জ এজেন্সীজ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (হাব) এর সদ্য সাবেক কার্যনির্বাহী কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য সকল সম্মানিত হাব সদস্যকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সম্মানিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা,

প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমের আন্তরিক সহযোগিতায় হজ কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে সুশৃঙ্খল ও সফলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। আপনাদের সার্বিক সহযোগিতায় ২০২৪ সালের হজ অতীতের যেকোন বছর থেকে সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমরা আশাকরি ২০২৫ সালের হজেও আপনাদের এ সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। সংবাদ মাধ্যমের নিরবিচ্ছিন্ন সহযোগিতার জন্য হাব পরিবারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আমরা আশা করি সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

আল্লাহ্ আমাদের সকলের সহায় হউন।

আল্লাহ্ হাফেজ ॥
সাধারণ হজ এজেন্সীর মালিকবৃন্দের পক্ষে

ফরিদ আহমেদ মজুমদার
সাবেক মহাসচিব (হাব)

ফারুক আহমেদ সরদার
সাবেক সভাপতি (হাব)